দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... SEP 2 8 2006 ...
পৃঃ ২০ কলাম ৭ ....

বুধবার ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির দেশভিত্তিক সম্প্রসারণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এবং নরওয়েজিয়ান দূতাবাসের কাউন্সিলর হ্যান্স পিটার ম্যালডি -ইত্তেফাক

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির দেশভিত্তিক সম্প্রসারণ কর্মসূচি উদ্বোধন

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

আমাদের দেশে লাইব্রেরি ব্যবস্থা আজ প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। লাইব্রেরিগুলোর ব্যবস্থাপনা দুর্বল, বইয়ের মান দুঃখজনক এবং পরিবেশ বিমর্ষ। লাইব্রেরি ব্যবস্থার এই (১৯শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের

(২০শ পৃঃ পর)

দুর্দশার কারণে সাধারণ মানুষ আজ ভালো বই পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এমন অবস্থা চলতে থাকলে দেশে কি করে সমৃদ্ধ মানুষ গড়ে উঠবে, জাতির মননশীলতা কি করে মজবুত হবে।

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র তাই দেশের প্রতিটি বাড়ির দোরগোড়ায় বই পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে চালু করেছে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির দেশভিত্তিক সম্প্রসারন কর্মসূচি। গতকাল বুধবার নগরীর শাহবাগস্থ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে রং-বেরংয়ের বেলুন উড়িয়ে সম্প্রসারণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ ও নরওয়ে এ্যাম্বেসীর কাউন্সেলর হ্যান্স পিটার মেলডি।

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির দেশভিত্তিক সম্প্রসারণ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৪২টি জেলায় লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ পর্যায়ে ২০টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি ইউনিট ৪২টি জেলার জেলা শহরসহ ১২০টি থানায় কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

উদ্বোধনী পর্ব শেষ হওয়ার পর পাবলিক লাইব্রেরির সেমিনার কক্ষে আয়োজিত সভায় অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, মানুষ ছোট, জাতি বড় এটা কখনো কাম্য হতে পারে না। তিনি বলেন, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে উদার, মানবিক ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে না পারলে জাতির চলমান দুঃখ-দুর্দশার পরিসমাপ্তি ঘটবে না। তিনি বলেন, আজ একশটি সস্তা ও রুচিহীন স্যাটেলাইট চ্যানেল আমাদের প্রতিটি বাড়ির ড্রংইরুম দিয়ে ঢুকে বেডরুম, রান্নাঘর হয়ে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। অথচ বইকে আমরা ৩০০ মাইল দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে তারস্বরে চিৎকার করছি মানুষ বই পড়তে চাচ্ছে না। এটা কি বইয়ের প্রতি সুবিচার হল?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আরো বলেন, এই দিনটি আমাদের জন্যই খুবই আনন্দের। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমরা আগামী ৩ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের হৃদয়ের মধ্যে যাব।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন নরওয়ে এ্যাম্বেসীর কাউন্সিলর হ্যান্স পিটার মেলডি, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম ও বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের অন্যতম ট্রাস্টি মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন।

উল্লেখ্য, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচিতে মোট গাড়ির সংখ্যা ২৮টি, বইয়ের সংখ্যা ২ লাখ ৫০ হাজার, পাঠক সংখ্যা ৪০ হাজার।